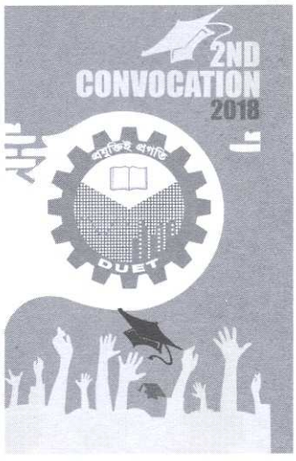

২য় সমাবর্তন

২০ মার্চ ২০১৮

স্বাগত বক্তব্য

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
ভাইস-চ্যান্সেলর

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর
মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ
উপদেষ্টা পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ
জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ
Excellency, Members of the Diplomatic Missions
সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা
সম্মানিত সচিববৃন্দ
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরবৃন্দ
সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সামরিক, বেসামরিক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ
সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ
সম্মানিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ
ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ-এর সম্মানিত নেতৃবৃন্দ
আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ
প্রাক্তন ও অদ্য ডিগ্রী প্রার্থী প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ এবং তাদের সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ
প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও প্রতিনিধিবৃন্দ
সম্মানিত সুধীবৃন্দ ও উপস্থিতি- যাদের নাম আমি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে পারিনি

আস্‌সালামু আলাইকুম,

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে আমরা গৌরবান্বিত। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

আজ ২০শে মার্চ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবর্তন। জাতির জীবনে মার্চ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। এই মাসেই ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণেই তিনি সুকৌশলে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই কালজয়ী ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে অন্যতম। এই মাসেই ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতিসত্তার রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মাসেই জাতির পিতার আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯শে মার্চ গাজীপুরে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গড়ে উঠে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। এই মাসেই ২৫শে মার্চ কাল রাত্রিতে পাক হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চ রাত ১২টার কিছু পরে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডি ৩২ নং বাসার ছাদে বুয়েটের তড়িৎ কৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নুরুল উল্লাহ (বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত) কর্তৃক বসানো ট্রান্সমিটারের (low frequency) মাধ্যমে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা দিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু আরো বললেন- "যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়াছে, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও, এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা" (সূত্র- বঙ্গবন্ধু যে ট্রান্সমিটার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, লেখক-স্থপতি ড. রাশিদুল হাসান খান; বইঃ মোহাম্মদ শাহাজাহান কর্তৃক সম্পাদিত ৭১ এর ২৬ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, বাংলা প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠাঃ ২০২-২০৭, ২০১০)। এই ঘোষণাই EPR ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ব্লোআপ হয়ে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারসহ বিভিন্ন প্রেরণ যন্ত্রে প্রচারিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। এর মাধ্যমেই বাঙালি জাতি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোন ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা। আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট শাহাদাতবরণকারী জাতির জনকসহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে। আরও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি শাহাদাত বরণকারী জাতীয় চার নেতাকে। একই সাথে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তিতে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদেরকে।

আমি আরও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিল্লুর রহমানকে, যিনি ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই সঙ্গে আরও স্মরণ করি ২১শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলায় শাহাদাত বরণকারী তাঁর স্ত্রী মরহুম আইভী রহমানসহ সকল শহিদদের।

মাননীয় চ্যান্সেলর,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট),গাজীপুর বাংলাদেশ তথা বিশ্বের মধ্যে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ বিদেশের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। দেশের সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ৫০০ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। সেখান থেকে প্রতি বছর প্রায় দেড় লক্ষ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সনদ নিয়ে বের হচ্ছে। ডুয়েটই তাদের উচ্চশিক্ষার একমাত্র পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৮৬ সালে বিআইটিতে এবং ২০০৩ সালে পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ৪টি অনুষদের অধীনে ১৩টি বিভাগ ও ৩টি ইনস্টিটিউট একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এখান থেকে বি এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীসহ এম এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং, এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কাজকে উন্নত করার জন্য বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় (জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, মালয়েশিয়া)-এর সহিত যৌথ সহযোগিতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশকৃত গ্র্যাজুয়েটগণ দেশে বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করছে, বিশেষভাবে দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সরাসরি ব্যবহারিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখে দেশের উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গিকার অনুযায়ী প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসারে এখানকার গ্র্যাজুয়েটদের অবদান অনস্বীকার্য। এখানকার কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস দেশ-বিদেশের অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রায় ৩৫০০ এর অধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ২২৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন, যার মধ্যে ৬৪ জন শিক্ষক বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কাজে রত আছেন। বর্তমানে দেশে পলিটেকনিকগুলোতে ৩৪টি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সনদ প্রদান করা হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে মাত্র ৮টি বিষয়ের উপর বি এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে, তবে সকল টেকনোলজির উপর সনদধারী মেধাবী ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আরও নতুন নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ও অধিকতর উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৭৭.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন করেছেন এবং যা বর্তমানে বাস্তবায়ন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করে নারী শিক্ষার্থীদের পূর্ণ আবাসনের ব্যবস্থাকল্পে একটি ছাত্রী হল নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন, যা চলমান রয়েছে। তবে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পরিমাণ মাত্র ২৩ একর, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও ১০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও সম্প্রসারণের প্রয়োজন হবে।

মাননীয় চ্যান্সেলর,

বর্তমানে দেশে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের সরকার দায়িত্ব পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার বিকল্প নাই। বর্তমান যুগে যে জাতি কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষায় যত সমৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিষয়টি অনুধাবন করে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছেন। আগে কারিগরি শিক্ষায় অধ্যয়ন করতে শিক্ষার্থীগণ তেমন উৎসাহ দেখাতেন না। উল্লেখ্য যে, কয়েক বছর আগেও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ, যা বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বেড়ে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে সরকার এটিকে ২০ শতাংশে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে SDG বাস্তবায়নের জন্য ৩৫ শতাংশ এবং ২০৪১ সালে ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। ডুয়েট যেহেতু মেধাবী ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করছে, সেহেতু ডুয়েটের সম্প্রসারণের সাথে সাথে বর্তমানে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরাও কারিগরি শিক্ষায় এগিয়ে আসছে। এছাড়াও ডুয়েটে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করে অনেকেই সমাজের বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন এবং তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছেন। দেশের অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রবাসী বাংলাদেশীদের Remittance থেকে আসছে। দক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানি করা গেলে আরও Remittance বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো। সর্বোপরি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে স্বনির্ভর মানবসম্পদে রূপান্তর করতে চাইলে স্নাতক, ডিপ্লোমা ও টেকনিশিয়ান পর্যায়ে নির্দিষ্ট ও পরিকল্পিতভাবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা অপরিহার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য দক্ষ কারিগর ও প্রকৌশলীরাই রাখতে পারে অগ্রণী ভূমিকা।